গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।
www.wewb.gov.bd

বিষয়: ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে অনুষ্ঠিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ এ অন্তভূক্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশ গ্রহনে কর্মশালার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ হামিদুর রহমান
মহাপরিচালক(অতিরিক্ত সচিব)
তারিখ : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২২
সময় : ১০-১.০০ টা পর্যন্ত
স্থান : ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সম্মেলনকক্ষ।

সভায় উপস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে আগত সদস্যদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে দ্রষ্টব্য।

২. সভাপতি উপস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে আগত সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা,২০২২-২০২৩ এর অন্তর্ভুক্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশ গ্রহনে কর্মশালায় আগত প্রতিনিধিগন প্রবাসীদের সেবার মান উন্নয়নের বিষয়ে তাদের মতামত ও গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরুপ:

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত
১.	ডিইএমও মানিকগঞ্জ	ডিইএমও মানিকগঞ্জ এর প্রতিনিধি সহকারী পরিচালক জানান যে, প্রবাসী মৃত কর্মীর পরিবার এর নিকট প্রেরিত চাহিদা পত্রটি কল্যান বোর্ড হতে এখন ERP Software এর মাধ্যমে ডিইএমওতে প্রেরণ করায় মৃতের পরিবারকে আর্থিক অনুদান বা অন্যান্য বিষয়ে সেবা অতি দ্রুত সহজে প্রদান করা যেতে পারে। তিনি আরও জানান যে, জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থী যাতে শিক্ষাবৃত্তি হতে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করেন। উত্তরে সভাপতি বলেন, জিপিএ ৫ পাওয়া কোন ছাত্র শিক্ষাবৃত্তি হতে বঞ্চিত হয়নি, কিন্তু আবেদন অসম্পুর্ণ থাকার কারণে তা বাতিল হতে পারে।	শিক্ষাবৃত্তির নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২.	ডিইএমও নরসিংদী	ডিইএমও নরসিংদী এর প্রতিনিধি সহকারী পরিচালক জানান যে, ERP Software এর মাধ্যমে বোর্ড হতে ডিইএমওতে মৃতের তদন্ত প্রতিবেদন এর জন্য চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয় এবং ERP এর মাধ্যমেই প্রতিবেদন বোর্ডে প্রেরণ করা হয়। তবে হার্ড কপি প্রেরণের প্রয়োজন রয়েছে কিনা জানতে চাইলে সভাপতি বলেন বর্তমানে তা প্রয়োজন রয়েছে। পরবর্তীতে প্রয়োজন না হলে তা জানিয়ে দেওয়া হবে।	হার্ড কপি প্রেরণ বিষয়টি পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত চলমান থাকবে।
৩.	ডিইএমও টাংগাইল	ডিইএমও টাংগাইল এর প্রতিনিধি সহকারী পরিচালক জানান যে, শিক্ষাবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদত্ত মোবাইল ফোনে বিভিন্ন সময়ে কল করে পাওয়া যায় না। তাদেরকে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন হলে তাদের বাড়িতে ডিইএমও হতে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে হয়। তিনি আরও জানান যে, ০৪-০৬-২০০৪ তারিখের পূর্বের বর্হিগমন ছাড়পত্র দিয়ে শিক্ষাবৃত্তির আবেদন বিদ্যমান Software এর মাধ্যমে করা যায় না। এ বিষয়ে সভাপতি জানান যে, বর্তমান অবস্থায় স্কুলে মোবাইল ফোন চালানো নিষেধ থাকায় এ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে এবং ০৪-০৬-২০০৪ তারিখের পূর্বে বর্হিগমন ছাড়পত্র দিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে না পারলে সরাসরি আবেদন করার সুযোগ রয়েছে।	০৪-০৬-২০০৪ তারিখের পূর্বে বর্হিগমন ছাড়পত্র দিয়ে সরাসরি আবেদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৪.	সেবা গ্রহীতা শিক্ষাবৃত্তি	অস্বচ্ছল প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের শিক্ষিত জনসম্পদে রুপান্তরিত করার লক্ষ্যে মেধাবী সন্তানদের ২০১২ সাল থেকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। শিক্ষা বৃত্তির সংখ্যা ও বৃত্তির টাকা ভবিষতে আরও বৃদ্ধি করলে আরো অধিক প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানরা উপকৃত হবে বলে মতামত দেন। পরিচালক (অর্থ ও কলাণ) বলেন এ পর্যন্ত বাংলাদেশে যে সকল সরকারীভাবে শিক্ষাবৃত্তি চালু রয়েছে তার মধ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদানকৃত শিক্ষাবৃত্তির অর্থের পরিমান সবচেয়ে বেশী মর্মে উস্থিত সদস্যদের অবহিত করেন।	শিক্ষাবৃত্তির সংখ্যা ও বৃত্তির টাকার পরিমান বৃদ্ধির বিষয়ে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

৫.	সেবা গ্রহীতা "প্রতিবন্ধী ভাতা"	প্রতিবন্ধী সন্তানের পিতা প্রবাসী কর্মী জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন বলেন দুবাই আবুধাবিতে প্রায় ৩০ (ত্রিশ) বৎসর কর্মরত ছিলেন এবং তার ০২(দুই)টি প্রতিবন্ধী সন্তান থাকায় বিদেশ হতে চলে আসেন। প্রতিবন্ধী সন্তানদের প্রতিবন্ধী ভাতা ও ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার আওতায় আনার বিষয়ে প্রস্তাব রাখেন। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন প্রতিবন্ধী ভাতা ২০২১ সাল হতে আরম্ভ করা হয় এবং প্রত্যেক প্রতিবন্ধীকে মাসিক ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। তবে প্রতিবন্ধী ভাতা বৃদ্ধি করা ও প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার আওতায় আনয়নের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় অবহিত করেন।	"প্রতিবন্ধী ভাতা" বৃদ্ধি ও প্রতিবন্ধী সন্তানদের চিকিৎসার বিষয়টি আলোচনা করে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।
৬.	সেবা গ্রহীতা চিকিৎসা	অসুস্থ কর্মী আব্দুল কাদের বলেন সৌদিআরবে কাজের উদ্দেশ্যে গত ১৯৮৪ সালে গমন করে। পরবর্তীতে তিনি ২০১৭ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হলে বাইপাস সার্জারী করার পর দেশে চলে আসতে বাধ্য হন। দেশে ফিরে আসার পর পুনরায় অসুস্থ হলে তিনি কল্যাণ বোর্ডে চিকিৎসার জন্য আবেদন করেন এবং ১.০০ (এক) লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য পান। কিন্তু বর্তমানে চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় চিকিৎসা সহায়তা আরও বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ) চিকিৎসা সহায়তা বৃদ্ধির বিষয়টি আলোচনা করা হবে মর্মে উপস্থিত সদস্যদের অবহিত করেন।	অসুস্থ কর্মীর চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধির বিষয়টি আলোচনা করে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।
৭.	সেবা গ্রহীতা আর্থিক ও ক্ষতিপূরণ	সেবা গ্রহীতা সুজন আলী বলেন তার পিতা গত ২০১৮ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় সৌদি আরবে মৃত্যুবরণ করেন। তারপর তার বাবার লাশ দেশে আসলে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবস্থিত প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক হতে লাশ পরিবহন বাবদ ৩৫,০০০/- (পয়ত্রিশ) হাজার টাকার চেক প্রদান করেন। পরবর্তীতে তার অসহায় পরিবারকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে আরও ৩,০০,০০০/-(তিন লক্ষ) টাকা এবং ২০২২ সালে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৬৭,৯১,১৫০/-(সাতষট্টি লক্ষ একানব্বই হাজার একশত পঞ্চাশ) টাকা প্রদান করা হয়। উক্ত টাকা গ্রহণ করতে তার কোন সমস্যা হয়নি। এ জন্য কল্যাণ বোর্ডের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।	বোর্ডের নীতিমালা অনুযায়ী প্রবাসে মৃত কর্মীর পাওনাদি তার পরিবারের সদস্যদের নিকট দ্রুত প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৮.	মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, ও সভাপতি অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে কর্মশালা	সকল স্টেক হোল্ডার ও সেবা গ্রহীতাদের মতামত ব্যক্তকরার পর মহাপরিচালক,ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড উপস্থিত সবার অবগতির জন্য জানান যে, স্টেকহোল্ডার ও সেবা গ্রহীতাদের অভিমত ও প্রবাসী কর্মীদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ইতোমধ্যে বোর্ডের সকল সেবার বিষয়ে প্রচারণা কার্যক্রম শুরু করেছে এবং বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে রেইজ প্রকল্পের সহযোগীতায় ৩০টি জেলা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ৩০টি অফিস চালু করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে করোনাকালীন সময় বিদেশ হতে ফেরত পাঁচলক্ষ প্রবাসী কর্মীকে পুন:একত্রীকরণ ও প্রবাসে তাদের কাজের ধরণ অনুযায়ী রেইজ প্রকল্প হতে প্রবাসী ফেরৎ কর্মীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করা হবে এবং ২৩৫০০ (তেইশ হাজার পাঁচশত) জন কর্মীকে তাদের কাজের ধরণ অনুযায়ী সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। এছাড়াও প্রবাসী কর্মীদের সেবা আরো দ্রুত ও সহজিকরণের জন্য বোর্ড প্রতিনিয়ত নতুন নতুন উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সচেষ্ট রয়েছে।	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রচারণা জোরদার করণ এবং প্রবাস ফেরৎ কর্মীদের সেবা আরো দ্রুত ও সহজিকরণের নতুন নতুন উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩. আর কোনো আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৮/১২/২২

(মোঃ হামিদুর রহমান)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ও সভাপতি
অংশীজনের অংশগ্রহণে কর্মশালা।

বিতরণ:

১। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা (এনআইএস), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
২। পরিচালক (সকল), ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, ঢাকা।
৩। প্রকল্প পরিচালক, Raise Project, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, ঢাকা।
৪। সচিবের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৫। অফিস কপি